Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

# ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে ফারজানা ইসলাম

রোলঃ 227020119


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে ফারজানা ইসলাম

রোলঃ 227020119

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে ফারজানা ইসলাম, আইডিঃ 227020119 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Umme Farjana Islam

(স্বাক্ষর)

**উম্মে ফারজানা ইসলাম**

আইডিঃ 227020119

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

# সূচিপত্র

ধৈর্য শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ....................5
নিচে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে صبر শব্দটির মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল: ....................6
ধৈর্যের সাধারণ প্রকারভেদ....................8
আল কুরআনে সবরের বর্ণনা .................... 10
হাদীস শরীফে সবরের বর্ণনা .................... 12
বালা মুসিবত কখন পরীক্ষা, কখন শাস্তি.................... 15
কি কি কারণে মুমিনদের উপর বালা-মুসিবত আসতে পারে.................... 17
বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব .................... 20
ধৈর্য ধারণের সহায়ক কাজসমূহ.................... 22
ধৈর্য ধারনের প্রতিবন্ধক কাজসমূহ.................... 25
সবরের দৃষ্টান্ত.................... 26
বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণে কুরআনে বর্ণিত পুরষ্কার.................... 30
বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণে আমলকারি গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ.................... 34
রেফারেন্স.................... 36

# ধৈর্য শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

সবর (আরবী:صبر) বা ধৈর্য বলতে বুঝায়- আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ কাজগুলো এড়িয়ে চলা।

সবর বা ধৈর্যের আভিধানিক অর্থ:

"আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগের সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। সহ্য বা অপেক্ষা করবার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা।"

শরীয়তের পরিভাষায় সবর বা ধৈর্য:

"আনন্দ, ঝামেলা, দুঃখ ও উদ্বেগ ইত্যাদি সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ ও রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকা।"

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা।

আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। [আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩]

## নিচে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে صبر শব্দটির মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হল:

- এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। [সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬]

- দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০]

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

- তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। [ সূরা বাকারা (২) : ২৫০]

- চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। [সূরা আনআম (৭) : ৩৪] এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

# ধৈর্যের সাধারণ প্রকারভেদ

আমাদের আলেম-ওলামারা বলেছেন — ধৈর্য তিন প্রকার।

- প্রথম প্রকার ধৈর্য হলো : বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণ করা। এই প্রকারের ধৈর্য সবচেয়ে নিম্নস্তরের। কারণ, এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আমাদের পক্ষে নিজের পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। যেমন- চাকরি হারানো, প্রিয় কারো মৃত্যু ইত্যাদি।

এখন, এসব ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে? আমাদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতে হবে। এ বিপদটা কেন আমাদের উপর এসে পড়লো আমাদেরকে এটা না বুঝলেও চলবে। আমাদের দুঃখ অনুভব হবে। দুঃখ অনুভব করা মানব প্রকৃতির অংশ। কাঁদতে পারবো। শোকাহত হতে পারবো। কিন্তু, কোনোভাবেই আল্লাহর বিজ্ঞতা, দয়া এবং ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবো না। অন্তরেই এসব প্রশ্নকে পাত্তা দেয়া যাবে না, মুখে উচ্চারণ তো দূরে থাক।

অতএব, এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য মানে বিপদে পড়লে আমাদের চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের জিহ্বা। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিজ্ঞতাকে প্রশ্ন করতে পারবো না। আর এ ধরণের ধৈর্য হলো সবচেয়ে নিম্নস্তরের ধৈর্য।

- দ্বিতীয় প্রকারের ধৈর্য হলো : পাপ করা থেকে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ধৈর্য ধারণ করা ও নিজেকে বিরত রাখা। এই প্রকারের ধৈর্য কখনো কখনো তুলনামূলকভাবে বেশি কঠিন। কারণ, প্রচুর পাপ করার সুযোগ আমাদের সামনে সবসময় উন্মুক্ত।

এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করার মানে হলো - নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, আটকিয়ে দেওয়া, নিজের লালসায় লাগাম পরানো। আমাদের নিজেদের সংযত করা, টেনে ধরা, দমন করা। লোভনীয় কিছু সামনে আসলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো না। এই প্রকারের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ার জন্য রমাদন মাস আমাদের সাহায্য করে। (নফল রোজাও এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে)

চিন্তা করে দেখি, রমাদনে আমরা নিজেদের খাদ্য এবং পানি পান থেকে বিরত রাখি। যৌন চাহিদা পূরণ থেকেও আমরা নিজেদের বিরত রাখি। সুতরাং, আমরা তখন শিখি কিভাবে আমাদের জন্য হালাল নয় এমন জিনিস থেকেও নিজেদের বিরত রাখবো। আমরা তখন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকি একমাত্র এই কারণে যে আল্লাহ বলেছেন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকো। তাই, আমরা খাই না এবং পান করি না।

তাহলে, মন্দ কাজের ব্যাপারে কী করবো? আল্লাহ যখন বলেন মদ পান করো না, সব ধরণের মাদক থেকে দূরে থাকো, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না ইত্যাদি। এভাবে আমরা যখন বৈধ কাজ খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠি, আমাদের জন্য তখন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠা সহজ হয়ে যায়।

- তৃতীয় প্রকারের ধৈর্য : যা সর্বোচ্চ লেভেলের, এ ধরণের ধৈর্য অবলম্বন করা সত্যিই কঠিন। এর পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণে, এ ধরণের সবরের কথা আমাদের মাথায়ও না আসার কারণে।

আর তা হলো - সময় নষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। উপকারী কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে আটকিয়ে রাখা। সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতে মগ্ন থাকা। এই প্রকারের ধৈর্য ধরার মানে - নিজেকে আটকিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া, সংযত করা এমনকি হয়তো হালাল কিছু থেকেও। (কাজটিতে হয়তো গুনাহ নেই, কিন্তু কোনো সওয়াবও হবে না।)

এ ধরণের কাজে বেশি জড়িয়ে পড়লে তা মাকরূহে পরিণত হয়। অতিরিক্ত বেহুদা কাজে, সময় নষ্ট হওয়ার কাজে যুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এবং নিজের জন্য বেশি উপকারী কাজে যুক্ত থাকা। বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করা, মুখস্ত করা, নামাজে সেগুলো তিলাওয়াত করা, অতিরিক্ত জিকির করা, অতিরিক্ত দান করা।

আবার, রমাদন মাস আমাদেরকে এই ধরণের ধৈর্য ধারণ করাও শেখায়। কারণ, এই সময়ে আমরা সবাই একটু হলেও বেশি ভালো কাজ করার চেষ্টা করি। সে সময় আমরা বেশি বেশি কুরআন পড়ি, বেশি বেশি সালাত আদায় করি। আমরা নিজেদেরকে সাধারণ সময়ের চেয়ে একটু হলেও বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতে নিমগ্ন রাখি।

# আল কুরআনে সবরের বর্ণনা

ইমাম আহমদ (রহ.) বলছেন - পবিত্র কুরআনে ৯০টি স্থানে সবরের বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে সবর প্রসঙ্গে বর্ণিত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো:

**১. বিপদের সময় সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ।**

"আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না।" (সূরা নাহল: ১২৮)

**২. দৃঢ়ভাবে সবর বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ।**

সবর করা অবস্থায় মনমরা বা দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

"আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাড়াহুড়া করো না।" (সূরা আহকাফ: ৩৫)

**৩. সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।**

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।" (সূরা বাক্বারা: ৪৫)

**৪. আল্লাহ তায়ালা সবর ও তাকওয়াকে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও মন্দ কাজের মোকাবেলায় আত্মরক্ষাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।**

"হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

**৫. সবরকারী মুমিনদের জন্য নিশ্চিত বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে।**

"এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে।" (সূরা আ'রাফ: ১৩৭)

**৬. সবরকারী মুমিনদের জন্য দ্বিগুণ বা অগণিত পুরস্কার রয়েছে।**

“তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে।” (সূরা কাসাস: ৫৪)
“আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।”(সূরা যুমার: ১০)

**৭. সবরকারী মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাহচর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।**

“হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” (সূরা বাক্বারা ১৫৩)

**৮. সবরকারী মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়কে নির্ধারিত করা হয়েছে-** (১. আল্লাহর রহমত। ২. আল্লাহর অনুগ্রহ ৩. হিদায়াত বা সঠিক পথ)
“আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা (তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন) বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

**৯. সবরকারী মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতা অভ্যর্থনা ও শান্তিবর্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।**

“আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'।” (সূরা রাদ: ২৩-২৪)

**১০. সবরকে মুমিনদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।**

“আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দিই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা-কাজ পরীক্ষা করে নেব।” (সূরা মুহাম্মদ: ৩১)

## হাদীস শরীফে সবরের বর্ণনা

সবর সম্পর্কে রসূল (স.) এর মুখঃনিসৃত অনেক বাণী রয়েছে। নিম্নে তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু তুলে ধরা হলো-

### ১. ধৈর্য মুমিনদের বড় দুটি গুণের মধ্যে একটি।

মুমিন ব্যক্তিদের বড় দুটি গুণ হলো বিপদে ধৈর্যধারণ করা ও আনন্দ ও খুশির সময় আল্লাহর শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেমন রসূল (স.) বলছেন- আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চর্যবোধ করি। তার সকল কাজেই আছে কল্যাণ। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোনো মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোনো বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর শোকর করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি তাকে কোনো বিপদ মুসিবত স্পর্শ করে তাহলে সে ধৈর্যধারণ করবে। এতেও অর্জিত হবে তার কল্যাণ।" (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

### ২. প্রিয়বস্তু ত্যাগের মাধ্যমে সবর বা ধৈর্য

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, (যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো। (রিয়াদুস সালেহীন: ১০/৩৫) বুখারী তে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটির বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। আনাস (রা.) বলেন, দুটি প্রিয় বস্তু হলো সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এ রকম বর্ণনা করেছেন আশআস ইবনু জাবির
এ রকম বর্ণনা করেছেন আশআস ইবনু জাবির ও আবু বিলাল (রহ.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে। (সহীহ বুখারী: ৫৬৫৩)

### ৩. ধৈর্য একটি উত্তম সম্পদ

ধৈর্য মানুষের এক অসাধারণ গুণ। যে ব্যক্তি নিজেকে ধৈর্যশীল বানাতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল হতে সাহায্য করেন। অভাবে পড়ে মানুষের কাছে না চাওয়া, নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত। যত চারিত্রিক সম্পদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও

ব্যাপক কার্যকরী হলো ধৈর্য বা সবর। যাকে এ গুণটি দান করা হয়েছে সে অনেক মূল্যবান সম্পদ অর্জন করেছে।

## ৪. আপনজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

রসূল (সা.) বিপদে দুঃখ-কষ্টে ও আপনজনের মৃত্যুতে উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারো আপনজনের মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত। আপনজনের মৃত্যুতে সীমাহীন কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময় দান করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব) বলে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হবে। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। মনকে শক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি যার কোনো প্রিয়জনকে উঠিয়ে নিই আর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং নেকির আশা রাখে আমি তাকে জান্নাত দিয়েই সন্তুষ্ট হব।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪০১)

তারপরও নীরব কান্নায় চোখ অশ্রুসজল হবে। মনের বেদনায় চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকবে। তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু চিৎকার করে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, বুক চাপড়ে কাঁদা, মাতম করা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইসলামের পদ্ধতি নয়। এগুলো জাহিলি যুগের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, যে শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামার অংশবিশেষ ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারি, হাদিস : ১২৩৫; মুসলিম, হাদিস : ২৯৬)

বিধবা, এতিম ও সন্তানহারা মায়ের প্রতি সমবেদনা জানানো, যথাসাধ্য খোঁজখবর নেওয়া ও সহযোগিতা করতে নবী (সা.) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। রসুল (সা.) বলেন, “সন্তানহারা মাকে যে সান্ত্বনা দেয় জান্নাতে তাকে বিশেষ পোশাক পরানো হবে।” (তিরমিজি, হাদিস : ১০৭৬)

## ৫. সবরকারীর জন্য জান্নাতে বায়তুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশতাদেরকে বলেন, ’তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?’ তাঁরা বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন, ‘তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?’ তাঁরা বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন, ‘সে সময় আমার বান্দা কি বলেছে?’ তারা বলে, ‘সে আপনার হামদ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জিঊন পাঠ করেছে।’ মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, ’বায়তুল হামদ’ (প্রশংসা-ভবন)।” (তিরমিযী হাসান) [তিরমিযী ১০২১]

# বালা মুসিবত কখন পরীক্ষা, কখন শাস্তি

যখন কেউ আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন কিংবা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তখন সেই বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে আহত হন, কোনো মুহাজির যখন হিজরত করতে গিয়ে সম্পত্তি হারান, সুন্নতের অনুসরণ করতে গিয়ে বা ইসলামের বিধান মানতে গিয়ে যখন কারও চাকরি চলে যায়-তখন এ ধরনের বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। যারা এ ধরনের বিপদে সবর করবে, তারা উত্তম বিনিময় পাবে। আর যারা অসন্তোষ প্রকাশ করবে, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে।

গুনাহের কাজ করতে করতে যখন কেউ দুর্দশার শিকার হয়, তখন এটি আযাব। উদাহরণস্বরূপ, মদ বা অন্যকোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণের কারণে কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। এমতাবস্থায় সাথে সাথে গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। তাওবা ও ইসতিগফার করে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর না হলে জেনে রাখা উচিত, কিয়ামাতের শাস্তি এর চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক আর অসহ্য হবে।

অনেক সময় বিপদ-আপদের সাথে নেকির কাজ বা গুনাহের কাজের সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন কেউ রোগাক্রান্ত হলো, সন্তান হারাল কিংবা ব্যবসায় ক্ষতির শিকার হলো। এমতাবস্থায় একজন মুসলিমের উচিত নিজের আমলের পর্যালোচনা করা। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলের ফলস্বরূপ বিপদ দেওয়া হয়। অথবা, অনেক সময় আল্লাহ বান্দার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে বিপদ দেন। মহানবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَط فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشْيَ النَّاسِ بُوسًا
فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَط هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَط فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قط

কিয়ামাতের ময়দানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সুখী ছিল এমন এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে অল্প সময় ঢুকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে ছিলে? তুমি কি কখনও দুনিয়ার নিয়ামাত পেয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব! আমি কখনও দুনিয়াতে শান্তি পাইনি। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সর্বাধিক কষ্ট ও অশান্তিতে ছিল এমন এক জান্নাতি ব্যক্তিকে আনা হবে তারপর তাকে অল্প সময়ের জন্য জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও অভাব অনটনে ছিলে? সে আল্লাহর কসম করে বলবে, না, আমি কখনও কোনো অভাব-অনটনে বা কষ্টে ছিলাম না।

**সর্বদা স্মরণে রাখবো:**

- দুঃখ-কষ্ট আর সুখ-শান্তি সবই পরীক্ষা।

- আল্লাহ আমাদের জন্যে ভালো-মন্দ যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই আমাদের মঙ্গল আছে।

- সবর মুমিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। যারা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে ও সবর করে, তারা উত্তম প্রতিদান পায়।

- অধৈর্য হওয়া, বিলাপ করা, হা-হুতাশ করার মাধ্যমে কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা বদলে যায় না।

- মানুষের কাছে নিজের বিপদের ব্যাপারে নালিশ জানানো সবরের বিপরীত কাজ।

- একমাত্র আল্লাহই পারেন আমাদেরকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে এবং আমাদের কষ্ট দূর করতে।

# কি কি কারণে মুমিনদের উপর বালা-মুসিবত আসতে পারে

বিপদাপদ মানুষের জীবনের অংশ। এটি কখনো কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আবার কারো ক্ষেত্রে অকল্যাণও হয়। যারা মুমিন তাদের ওপরও মাঝে মাঝে বিপদ আসে। যারা কাফের, তাদের ওপরও বিপদ আসে।

তবে মুমিন যদি বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তবে তার জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো হতাশ হয়ে বলে বসে, আমি তো সাধ্যমতো মহান আল্লাহর ইবাদত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমার ওপর কেন এত পরীক্ষা আসে! নিম্নে এর সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো-

**i. পরীক্ষাস্বরূপ**

মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের কখনো কখনো পরীক্ষা করেন, পরীক্ষা করার জন্যই তাদের বিভিন্ন রকম বিপদে পতিত করেন। তারপর তাদের ঈমানের অবস্থা যাচাই করেন।
পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, “মানুষ কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে আর এও জেনে নেবেন কারা মিথ্যা বলে।” (সুরা: আনকাবুত, আয়াত: ২-৩)

যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তাদের পুরস্কারের কথাও পবিত্র কোরআনে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, “আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি
ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদের যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫- ১৫৭)

### ii. শাস্তিদানে ধীরগতি

সাধারণত আল্লাহ কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তাকে অবকাশ দেন এবং কালবিলম্ব করেন। যেন সে অনুতপ্ত হয় এবং অন্যায় কাজ পরিহার করে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোনো জীবজন্তুকে রেহাই দিতেন না, তবে তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন, অতঃপর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলে (তাঁর নির্দেশ পালিত হয়) নিশ্চয়ই আল্লাহর তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা ফাতির, আয়াত: ৪৫)

### iii. কখনো দ্রুত শাস্তি

অনেককে আল্লাহ তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন। এর পেছনে হয়তো অনেক সময় কারো মকবুল দোয়া কিংবা মজলুমকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য থাকে। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের যার দোয়ার দরজা খুলে গেছে তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। আল্লাহর কাছে যা কিছু চাওয়া হয় এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চাওয়া তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। যে বিপদ এসেছে এবং যা আসেনি দোয়া তাতে উপকার বয়ে আনে। হে আল্লাহর বান্দা, তোমরা দোয়া আবশ্যক করে নাও। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ১৮১৩)

### VI. আত্মীয়তা ছিন্ন করা

দুনিয়ায় বিভিন্ন কারণে মানুষ দ্রুত শাস্তির মুখোমুখি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। রাসুল (সা.) বলেন, এমন কিছু পাপকাজ রয়েছে, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়ায় দ্রুত দিয়ে দেন। তা ছাড়া আখিরাতেও এর শাস্তি বরাদ্দ রয়েছে। তা হলো, অন্যের ওপর জুলুম করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

### V. গুনাহ মাফ করার জন্য

মহান আল্লাহ কখনো কখনো বান্দাকে পাপমুক্ত করার জন্য বিপদাপদ দেন। সোনাকে যেমন আগুণে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করা হয়, তেমনি আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরও বিভিন্ন রকম বিপদ দেন, এর মাধ্যমে তিনি তাদের পাপমুক্ত করেন। যার ঈমান যত মজবুত, তার ওপর বিপদও তত বড় আসে।

### VI. মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য

মহান আল্লাহ কখনো কখনো তাঁর মুমিন বান্দাদের বিপদাপদ দেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আয়েশা (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যেকোনো মুসলমানের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়েও বেশি ছোট্ট কোনো আঘাত লাগে, তার বিনিময়ে তার
একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' (মুসলিম, হাদিস: ৬৪৫৫)

অতএব মুমিনের উচিত, যেকোনো পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে এর উত্তম প্রতিদানের জন্য দোয়া করা। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ বিপদকে নিয়ামতে পরিণত করে দেবেন।

# বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব

দুনিয়ার জীবনটা রেললাইনের মতো সমান্তরাল নয়, একদম নির্মল আর নির্ঝঞ্ঝাটও নয়। এতে দুঃখ দুর্দশা আসবেই, ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হবেই। কারণ দুনিয়া পরিক্ষার হল। তাই আমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে। সেই পরীক্ষায় সফল হওয়ার মূলমন্ত্রও ঘোষিত হয়েছে কুরআনে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব (কখনও) ভয়-ভীতি, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জানমাল ও ফলফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরা বাকারা : ১৫৫)।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, হে মুমিনগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা বাকারা : ১৫৩)।

ইসলামের শিক্ষা হলো, দুঃখের পরই সুখপাখি ধরা দেবে, দুর্দিন পেরিয়ে সুদিনের হাতছানি আসবে, এ বিষয়ে কুরআনে মানুষকে প্রচুর দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে । বারবার সবরের কথা, ভেঙে না পড়ার কথা বলা হয়েছে। আশার বাণী শোনানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, অবশ্যই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। (সুরা ইনশিরাহ : ৬)।
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। 'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।' (সুরা ইউসুফ : ৮৭)।

আসমান-জমিনের চাবিকাঠি যার হাতে, সেই সত্তার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, প্রত্যেক কষ্টের পরই স্বস্তি ও উত্তরণ রয়েছে এবং যেকোনো বিপদ বাদেই স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ রয়েছে। তাহলে একজন মুমিন যে রব্বে বিশ্বাস করে, জান্নাত, জাহান্নাম আছে বলে স্বীকার করে, সে কী সামান্য বিপদে কিংবা দুর্ভোগ- দুর্যোগের সম্মুখীন হলে ভেঙে পড়তে পারে! আদৌ না। সে তো বিপদাপদে ধৈর্যের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রবের সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার স্বপ্নে দেখবে। ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রিয় নবীজিও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কাফেরদের কটু কথা আর কটুবাক্যে তার মনেও কষ্টের মেঘ জমেছে। তার হৃদয়ও ভারী হয়ে ওঠেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি তো জানি, তারা যা বলে, তাতে আপনার মন ক্ষতবিক্ষত হয়...।' (সূরা হিজর : ৯৭)।

কিন্তু তিনি তাদের কটুকথায় দমে যাননি। মানবতার মুক্তির মিশন থেকে পিছিয়ে পড়েননি। বরং ধৈর্য ধারণ করেছেন, তাদের শত নির্যাতন আর নিপীড়ন উপেক্ষা করে স্বীয় মিশনে অকুতোভয়ে এগিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছেন।

বস্তুত: একজন আল্লাহভীরু মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হন তখন তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর তায়ালার দরবারে সাহায্যপ্রার্থীর মতো হাত তুলে ধরেন ও অনুতপ্ত হন। অনুশোচনা ও অন্তরশুদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত হন।

আর যারা তাকওয়াহীন জীবন ও মন লালন করেন, জীবনের শেষ গন্তব্য ও পরিণতি সম্পর্কে বেখবর থাকেন তারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। অভিযোগ-অনুযোগের তুফান ছুটিয়ে দেন। অন্য কাউকে না ধরে বিপদ ও সংকট 'তার মতো নিদোর্ষ' মানুষকে কেন ধরল এ নিয়ে অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও আফসোস করতে থাকেন। ফলে অস্থিরতা বাড়তে থাকে আর অভিযোগ অনুযোগ করতে করতে অনেক সময় আত্মহত্যার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলে।

# ধৈর্য ধারণের সহায়ক কাজসমূহ

কিছু কাজ বিপদ আপদে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করে। যেমন-

**১. আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণ।** মুসিবত অসহ্য-কষ্টদায়ক হলেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের ওপর আস্থাবান থাকা।

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা: ২১৬)

রসূলুল্লহ (সা.) বলেছেন:
"মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসনাদে আহমদ: ২০২৮৩)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে সমস্ত নেয়ামত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুসিবত বিদ্যমান নেয়ামতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুসিবত আরো বীভৎস-কঠোর হতে পারত। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা আরো যেসমস্ত বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যেসকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

**২. বিপদ আপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন।** সবরের সহায়ক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মূলত মুমিন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যই হলো যখন বিপদে আক্রান্ত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন" বলে এবং এ দোয়া পাঠ করে, " হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান কর এবং এর উত্তম স্থলাভিষিক্ত নাও।" তবে আল্লাহ তাকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করবেন।

**৩. রসূল (সা.) ও তার পূর্ববর্তী পূণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনা করা।**

রসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ। বস্তুত রাসূল (সা.) কে উত্তম আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করাতে পারেন। রসূল (সা.)-এর পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা। স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিণী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরও রব্বের প্রতি ভক্তিমাখা উক্তি: "চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে আমার রব্ব সন্তুষ্ট। হে ইব্রাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত।" (সহীহ বুখারী: ১৩০৩)

আরো অনেক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম মারা যান, যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যারা তার জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তার শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারেনি।

**৪.আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা।**

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা অনুভব করতে পারলে বর্তমানের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে ধৈর্যধারণ আমাদের জন্য সহজতর হয়। কারণ, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অসীম সাগরের তুলনায় একটি বৃষ্টিবিন্দু সমতুল্য।

**৫. আপত্তি অভিযোগ ও অস্থিরতা ত্যাগ করা।**

যে কোনো বিপদাপদের সময় অসহিষ্ণুতা ও আপত্তি-অভিযোগ পরিহার করা। যে এর থেকে বিরত থাকবে না, তার কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে, নির্ধারিত বস্তু নিশ্চিত হস্তগত হবে, নির্দিষ্ট বস্তু নিশ্চিত অর্জিত হবে। অস্থিরতা হারানো বস্তু ফিরিয়ে আনতে পারে না।

**৬. তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।**

তাকদীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বালা- মুসিবত তার কাছে নগন্য বলে মনে হবে। তাকদীরে বিশ্বাসী মুমিনগণ পার্থিব মুসিবতে সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়াশীল, কম

অস্থির ও কম হতাশাগ্রস্ত হন। তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হৃদয় নৈরাশ্য ও হতাশা মুক্ত রাখেন।

রসূল (সা.) বলেছেন- "জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, কোনোও উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, কোনোও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যততুটু আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কিতাব শুকিয়ে গেছে।" (সহীহ তিরমিযী: ২৪৪০)

**৭. যেকোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা।**

প্রত্যেকের প্রয়োজন মুসিবত আসার পূর্বেই নিজকে মুসিবত সহনীয় করে তোলা, অনুশীলন করা ও নিজেকে শুধরে নেয়া। কারণ ধৈর্য কষ্টসাধ্য জিনিস, যার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এতে কোনো প্রাণীর স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়াদ, সীমিত সামর্থ। এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

রসূলুল্লাহ (সা.) পার্থিব জীবনের উদাহরণে বলেন:
"পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রজ্জ্বল তাপদগ্ধ দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তময় কিছু সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, ক্ষণিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল।" (মুসনাদে আহমাদ: ২৭৪৪)

# ধৈর্য ধারনের প্রতিবন্ধক কাজসমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন-

**১. তাড়াহুড়া করা।**

তাড়াহুড়া বা ত্বরা প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। তবে তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন- তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

**২. রাগান্বিত হওয়া।**

সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের।

**৩. হতাশ বা নিরাশ হওয়া।**

এটি সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

**৪. সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা।**

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন- “অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না।” (সূরা নাহল: ১২৭)

# সবরের দৃষ্টান্ত

## ১. মহানবী (স.) এর ধৈর্যশীলতা

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। এরপর মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখগুকষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কুরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন।

**পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ:** মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা- হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' যখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন তখন রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (বোখারি: ১৩০৩)।

## ২. মুসা (আ.) -এর ধৈর্য

মুসা (আ.) তার জাতিকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন অনেক বছর। কিন্তু ঐ জাহান্নামের কীটগুলো মুসা নবিকে হাজারো কষ্ট দিয়েছিলো। তবুও তিনি তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করে তাদেরকে এক আল্লাহ-র পথেই ডেকেছেন। তিনি তাদের কষ্টের কাছে হেরে যাননি, অধৈর্যও হননি। ফেরআউন জাতিও তাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন, অবশেষে আল্লাহ এ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এরপর বনি ইসরাইলরা খুব কষ্ট দিয়েছিলো, তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। অধৈর্য হননি একটুও।

রসুল ﷺ যখন মাঝে-মাঝে নবিদের ধৈর্যধারণের কথা আলোচনা- পর্যালোচনা করতেন, তখন মুসা নবির ধৈর্যধারণের কথা বলতেন।

## ৩. ইউনুস (আ.) এর ধৈর্য :

ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছের উদরে। সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।' (সুরা সাফফাত)

## ৪. ঈসা (আ.) -এর ধৈর্য

ঈসা (আ.) কে তার জাতি জারজ ইত্যাদি বলে কত কষ্ট দিয়েছেন। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো-ঈসা নবিকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধু ঈসা নবিকে তার কাছে উঠিয়ে নিলেন।

## ৫. নূহ (আ.)-এর ধৈর্য

নূহ (আ.) তার জাতিকে প্রায় সাড়ে নয়শত বছর আল্লাহ-র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তার জাতি তার কথা শুনেনি। তবুও তিনি তাদের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে দ্বীনের পথে ডেকেছিলেন অবিরত। তার জাতি তাকে কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাইয়েছে। তার জাতি

তাকে পাগল, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি অপবাদ দিয়েছে। তবুও তিনি অধৈর্য হননি, পিছপা হননি আল্লাহ-র দাওয়াত তাদের কাছে পৌছে দিতে।

### ৬. ইবরাহিম (আ.) -এর ধৈর্য

ইবরাহিম (আ.) হাজারো কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তিনি আল্লাহ-র পথে অবিরত দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ ছিলো তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী। ইবরাহিম (আ.) এর অন্তর থেকে ইসলামের দেদীপ্যমান আলো একেবারেই মুছে দিতে প্রজ্জলিত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করেছিল কাফিররা। তবুও তিনি অটল ছিলেন। তাকে বলা হলো মূর্তির সামনে সিজদা করতে; তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু না; তিনি এক কথায় জবাব দিলেন, “না। কখনোই স্বহস্তে তৈরী মাটির প্রতিমার সামনে শির নত করবো না। আমি শির নত করব একমাত্র আল্লাহ-র সামনে। আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।"

আল্লাহ ইবরাহিম (আ.) কে স্বীয় সন্তান ইসমাইলের (আ.) মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। একদিন আল্লাহ-র পক্ষ থেকে আদেশ আসলো প্রিয় সন্তান ইসমাইল (আ.) কে কুরবানি করতে হবে, ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ-র এ আদেশে সাড়া দিলেন। ইবরাহিম (আ.) এর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো বিচ্ছেদের চিহ্ন। তবুও তিনি একটুও পিছপা হননি। সন্তানকে জমিনে রেখে ছুরি চালাতে শুরুও করেছিলেন। তিনি অধৈর্য হননি। অতঃপর রবের পক্ষ থেকে আদেশ আসলো হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যেতে হবে। তিনি প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে ও প্রাণপ্রিয় ইসমাইলকে রেখে চলে গেলেন। ইবরাহিম (আ.) এর কোন সন্তান ছিল না। অনেক বছর পর আল্লাহ শিশু ইসমাইলকে দান করলেন। নয়নের মনি ইসমাইলের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু জীবনের সব কিছু তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন প্রভুর ভালোবাসায়। উৎসর্গ করেছেন স্ত্রী-পরিজন, ধন-সম্পদ। তবুও তিনি অধৈর্য হননি। শিশু ইসমাইল ও প্রিয় বিবি হাজেরাকে সদূর ভূমিতে রেখে আল্লাহ-র ডাকে সাড়া দিয়ে রওয়ানা করলেন ইবরাহিম (আ.)। তিঁনি শামের দিকে ফিরে এলেন। আল্লাহ ইবরাহিম (আ.) এর ধৈর্যের কারণে তাকে বিবি সারা ও ইসহাক -কে দান করলেন। আর আল্লাহ হাজেরা -এর ধৈর্যের কারণেই তাদের যমযম কূপসহ অসংখ্য নিয়ামত দান করলেন।

### ৭. সাহাবাদের ধৈর্য

কাফিরদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করেছেন আরো হাজারো সাহাবায়ে কেরাম, কাউকে একেবারে দুনিয়া জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছে মক্কার কাফিররা। আবার কাউকে তিলে-তিলে কষ্ট

দিয়েছেন ঐ নরাধম জাহান্নামের কীটগুলো। বিলাল, সুমাইয়্যা, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ সহ সকলকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তবুও তারা অধৈর্য হয়ে দ্বীনের পথকে ছেড়ে যাননি।

**৮. তাবেঈনদের ধৈর্য**

ওরওয়া বিন যুবাইর। তিনি ছিলেন তাবিঈনদের অনেক বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার একজন আদরের সন্তান ছিলো অনেক সুন্দর ও সুদর্শন। নাম মুহাম্মাদ। সে একদা ওয়ালিদের দরবারে গেলেন। তখন ওয়ালিদ আশ্চর্য হয়ে বললো, কুরাইশের ছেলেরা এত সুন্দর হতে পারে! ওয়ালিদ তার জন্য সামান্য বরকতের দোয়াও করলো না। অতঃপর ওয়ালিদের বদনযর তার ওপর লেগে গেল। এরপরে মুহাম্মাদ বিন ওরওয়া সেখান থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরছিলো। ঠিক তখনি সে সওয়ারির আস্তাবলে পড়ে গেলো। আর উঠতে পারেনি। ততক্ষণে সওয়ারীগুলো তাকে পিষ্ঠ করে মেরে ফেললো।

এরপরে ওরওয়া-র পায়ে ক্যান্সার হলো। ডাক্তাররা বললো, তার পায়ে অস্ত্রপাচার করা হবে। নয়তো বিষের ক্রিয়া শরীরের অন্য জায়গুতেও সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তাররা তাই করতে শুরু করলো, অপারেশনের সময় যখন ছুরি ওরওয়া-র হাঁড়ে গিয়ে পৌঁছলো; তখন তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। সেসময় তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিলো, তখনও তিনি "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর যিকির করতে ছিলেন।" (সুবহানাল্লাহ! কত ধৈর্যধারণ করেছেন।)

অতঃপর ওরওয়া ছেলেকে কাছে টেনে বললেন, আজ তোমার আর আমার ওপর যে কষ্ট এসেছে তা আল্লাহ এর পরীক্ষা। আল্লাহ জানেন, আমি তোমাকে নিয়ে কখনো আল্লাহ-র অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ ও পাপের দিকে রওয়ানা হইনি।, একদিকে সন্তানহারা কষ্টের পতাকা হৃদয়াকাশে উড়ছে, অপরদিকে তার একটি পা কেটে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন- আল্লাহ আমাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলেছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ও আমার ধৈর্যকে দেখার জন্য।

**৯. সালাফদের ধৈর্য**

এরকমই ধৈর্যধারণের পথে হেঁটেছেন আমাদের আসলাফগণ। ধৈর্যধারণের সিড়ি বেয়ে তারা চলে গেছেন জান্নাতের সুখময় উদ্যানে। কখনো তারা অধৈর্য হননি। জালেমদের জুলুমকে সহ্য করেছেন তারা।

# বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণে কুরআনে বর্ণিত পুরষ্কার

শত কষ্টের মাঝেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, হোক সেটা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে, অথবা সেটা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা বিপদাপদ অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

## I. জান্নাতে প্রবেশ ও রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ

মুমিন ব্যক্তিদের পার্থিব জীবন হচ্ছে ধৈর্য বা সবরের জীবন। কারণ ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা চলার পথে নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সময়, অর্থ-সম্পদ, শ্রম, শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে এর সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। সে সকল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতি রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا • سورة الدهر :١٢

অর্থাৎ, আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা দাহর: ১২)

## II. জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ

এ সকল মুমিন বান্দাদেরকে জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাগন সালাম দেবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সুখবর দিবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন -سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

.অর্থাৎ, (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রদ: ২৪)

### III. ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান

সবরকারী ব্যক্তি তো সেই যে কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সব অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোনো আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায় তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কার প্রদান করেন।
যেমনিভাবে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ, তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরা হুদ: ১১)

### IV. অগণিত পুরষ্কার

যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার অবলম্বন করেছে। দুনিয়ায় আগত বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করেছে ও তাকদীরের ভাল- মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে সকল বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরষ্কারের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন- অর্থাৎ, বল, “হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসেব ছাড়াই।” (সূরা যুমার: ১০)

### V. নেতৃত্ব প্রদান

ধৈর্য ও অবিচলতার মাধ্যমে যে নেতৃত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল। আল্লাহর আয়াতের প্রতি তাদের যে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন তার ফলশ্রুতিতে তারা শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছিল এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

### VI. বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা সে সকল মুমিন ব্যক্তিদেরকে বিপদ-মুসীবত সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্বারা: ১৫৩)

### VII. শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ

কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও শত্রুর হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কেউ যদি দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিদান করেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করে দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا
إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

অর্থাৎ, যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

### VIII. আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেমন- ভীতি, ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি, উপার্জন ও আমদানি হ্রাস ইত্যাদি পরীক্ষার সময় যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে। সে সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও হিদায়াত দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে-

“অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

## IX. শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অবস্থায় লড়াই করে। সকল প্রকার ত্যাগ-কুরবানি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। সে সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। কুরআনে বলা হচ্ছে-
“যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।” (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

## X. জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

প্রিয়জন বিয়োগে যারা ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করে। সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বাইতুল হামদ বা প্রশংসার গৃহ নির্মাণ করবেন।

# বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণে আমলকারি গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ

ঈমান-আমল-নেকির মাধ্যমে দুনিয়ায় মেহনত করে আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার মাধ্যমে আখেরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে। এবং যেহেতু সকল বিপদ সৃষ্টি ও বিপদ থেকে মুক্ত করার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ পাক। তাই বিপদে পড়লে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত দূর করার জন্য নিচের দোয়াগুলো আমল করতে পারি।

১.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

এ সুরাটির বিশেষ একাধিক নাম হলো- আল-কাফিয়া বা যথেষ্টকারী, আশ-শাফিয়া বা আরোগ্যকারী। এটি আল্লাহর গুণ-প্রশংসার সুরা হওয়ায় এ সুরার আমলের দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

২.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিজি)

৩. প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কিংবা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে উত্তীর্ণ হতে তাঁর উম্মতকে এ দোয়া পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন-

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل - نِعْمَ الْمَوْلِي وَ نِعْمَ النَّصِير

অর্থ: আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কাজ সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

৪.

لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله

অর্থ: 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোনো উপায় নেই আর কোনো ক্ষমতাও নেই।'

এ দোয়াটি জান্নাতের গোপন ভাণ্ডারসমূহের একটি। বিপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বহু মানুষ থেকে পরিক্ষীত দোয়াও এটি।

৫. হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট বা চিন্তা, অস্থিরতা তথা হতাশাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন-

ديَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

অর্থ : 'হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকটে সাহায্য চাই।' (তিরমিজি, মুসতাদরেকে হাকেম, মিশকাত)

৬. হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দোয়া হচ্ছে-

اللَّهُمْ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ أَصْلِحْ لِي شَانِي كُلُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরঝু ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি; ত্বারফাতা আইন; ওয়া আসলিহলি শানি কুল্লুহু; লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা। (আবু দাউদ, মিশকাত)

৭.

اللَّهُمْ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ

উচ্চারণ :আল্লা-হুম্মা লা সাহা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তা'আলুল হাযনা ইযা শি'তা সাহলান। হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন। [সহীহ ইবন হিব্বান ২৪২৭, (মাওয়ারিদ); ইবনুস সুন্নী, নং ৩৫১ আর হাফেয (ইবন হাজার) বলেন, এটি সহীহ হাদীস।]

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।

# রেফারেন্স


পত্রিকা - মাসিক আল কাউসার

https://www.hadithbd.com/

https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2022/08/15/1173067

https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/07/25/1302146

বই : সবর ও শোকর
[লেখক - মূল: ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ]

বই : ধৈর্য হারাবেন না
[মূল লেখক - শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ।
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ অনূদিত]

বই : সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান
[লেখক - আব্দুল মালিক আল কাসিম]

বই : সবরের পুরস্কার
[লেখক - মাসরূর মাহমুদ]